বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্য থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ে
হৃদরোগ চিকিৎসার ব্যয় সংকুলান

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ মারা যায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের কারণে। বর্তমানে দেশে সাধারণত শহুরে জীবনে যথেষ্ট পরিমাণ শারীরিক পরিশ্রম না করার ফলে ডায়বেটিস, হার্টের রোগ, স্ট্রোক, প্যারালাইসিসের ঝুঁকি বাড়ছে। পাশাপাশি শরীরে কোলস্টোরেলের মাত্রাও বাড়ছে। একইসঙ্গে ধূমপানের কারণে খাদ্যনালী, জিহ্বা, ফুসফুস, বৃহদান্ত্রে ক্যান্সারের ঝুঁকিসহ মস্তিষ্কের রক্তনালী ব্লক হয়ে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে বেড়ে গেছে। হাত বা পায়ের রক্তনালী ব্লক হয়ে ঐ অঙ্গ অকেজো হওয়া থেকে শুরু করে অঙ্গহানির ঘটনাও ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

হৃদরোগ! অকাল মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ!!

বিশ্বে প্রতিবছর হৃদরোগজনিত কারণে অন্তত ১ কোটি ৭৯ লাখ মানুষ মারা যায় বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যে উঠে এসেছে।[১] অন্যদিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ ভাগই হচ্ছে অসংক্রামক রোগে। এর মধ্যে ৩৬ দশমিক ১ শতাংশই হৃদরোগী। অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, প্রিম্যাচিউরড হার্ট ডিজিজ বা ৫০ বছরের পরপরই অকাল মৃত্যু বেশি হচ্ছে। এমনকি ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সিরাও হৃদরোগে মারা যাচ্ছেন।[২] এর কারণ দেশের বেশির মানুষের অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস। একইসঙ্গে তাদের একটি বড় অংশ তামাক ব্যবহার করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে দেশে মোট ৮ লাখ ৫৪ হাজার ২৫৩ জন মানুষ নানা কারণে মারা গেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১ লাখ ৮০ হাজার ৪০৮ জন মারা গেছেন হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে। এর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মানুষের মৃত্যু হয়েছে মস্তিষ্ক রক্তক্ষরণে। এতে মারা গেছেন ৮৫ হাজার ৩৬০ জন। আর সবচেয়ে আলোচিত ভাইরাস কোভিড-১৯ এ মারা গেছে ৮ হাজার ২৪৮ জন।[৪]

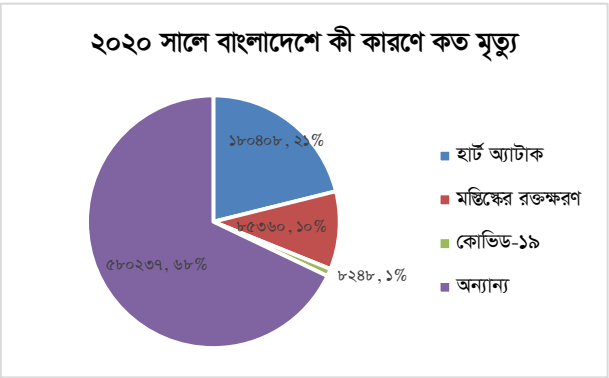

হৃদরোগের চিকিৎসা ও এর ব্যয়

তামাকজাত দ্রব্য বিশেষত ধূমপান হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম বড়ো কারণ। ফলে রোগি বাড়ার পাশাপাশি এ খাতে চিকিৎসা ব্যয়ও বাড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (বিইআর) এর তামাক কর প্রকল্পের অধীন বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকোট ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসা ব্যয় বের করার জন্য সম্প্রতি তথ্য সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে হার্টের চিকিৎসার জন্য দেশের শীর্ষ তিন হাসপাতালকে বেছে নেয়া হয়। হাসপাতাল তিনটি হলো–জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন।

কত হৃদরোগী কোথায় চিকিৎসা নেন?

বাংলাদেশে হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলো সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে। কিন্তু সারা দেশের অধিকাংশ হৃদরোগী উপর্যুক্ত তিনটি হাসাতালে হৃদরোগের উচ্চতর চিকিৎসা নিয়ে থাকেন।

এ তিন হাসপাতালের তথ্য উপত্ত থেকে দেখা গেছে ২০২১ সালে মোট হাসপাতাল তিনটিতে মোট হৃদরোগের চিকিৎসা নিয়েছে ৪ লাখ ৯৮ হাজার ৫৩৮ জন। এর মধ্যে ভর্তি হয়ে (ইনডোরে) চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লাখ ৮০৫ জন এবং আউডডোরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৭৯৩ জন।

মোট রুগি	৪,৯৮,৫৯৮
ইনডোরে চিকিৎসা নিয়েছেন	১,০০,৮০৫
আউডডোরে চিকিৎসা নিয়েছেন	৩,৯৭,৭৯৩

২০২১ সালে উপর্যুক্ত তিন হাসপাতালে ইনডোরে চিকিৎসা নেয়া ১ লাখ ৮০৫ জন রোগির মধ্যে এনজিওগ্রাম করেছেন মোট ১৯২৭০ জন। এর মধ্যে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে (এনআইসিভিডি) ৬১৪২ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ১৫৩৭ জন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে (এনএইচএফ) ১১৫৯১ জন রোগি। অন্যদিকে মোট রিং লাগিয়েছেন ৯২৮২ জন। এর মধ্যে এনআইসিভিডিতে ২৫২৫ জন, বিএসএমএমইউতে ৮৩৪ জন ও এনএইচএফ এ ৫৯২৩ জন।

ওই বছরে হৃদযন্ত্রের বাইপাস সার্জারি হয় মোট ২১৫১ জনের যাদের ৫৬৯ জন এনআইসিভিডি, ২৩৮ জন বিএসএমএমইউ এবং ১৩৪৪ জন এনএইচএফ এ সার্জারি করিয়েছেন।

সেবার ধরণ	এনআইসিভিডি	বিএসএমএমইউ	এনএইচএফ	মোট
এনজিওগ্রাম করেছেন	৬১৪২	১৫৩৭	১১৫৯১	১৯২৭০
স্টেন্ট/রিং লাগিয়েছেন	২৫২৫	৮৩৪	৫৯২৩	৯২৮২
বাইপাস সার্জারি	৫৬৯	২৩৮	১৩৪৪	২১৫১

হৃদরোগের চিকিৎসায় রোগির ব্যয়

হাসপাতালগুলোতে রোগিরা হার্ট অ্যাটাকের বিভিন্ন পর্যায়ে এসে চিকিৎসা নিয়েছেন। ফলে বিশাল এ সংখ্যার চিকিৎসা ব্যয় সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপন করা দূরহ বিষয়। কারণ এসব রোগির কিছু সংখ্যক তাদের হার্টে স্টেন্ট (রোগির ভাষায় রিং) লাগিয়েছেন। আবার অনেকে এনজিওগ্রাম করা পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন। অনেকেরএনজিওগ্রাম করার পর অধিকতর চিকিৎসার প্রয়োজন পড়েনি। আবার রিং লাগানো অনেক ব্যয় বহুল হওয়ায় অনেকে রিং লাগান নি। যারা আর্থিকভাবে কিছুটা স্বচ্ছল তারা অধিকাংশ সময় এনজিওগ্রাম করার সময়ই রিং লাগিয়ে ফেলেন। ফলে সুনির্দিষ্টভাবে চিকিৎসা ব্যয় নিরূপনের জন্য হার্ট অ্যাটাকের পর এনজিওগ্রাম ও রিং লাগানো পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা ব্যয় খুঁজে দেখা যেতে পারে।

উল্লিখিত তিন হাসপাতালের ধরন ও বরাদ্দের ভিত্তিতে চিকিৎসা ব্যয়েও পার্থক্য রয়েছে। এক্ষেত্রে হাসপাতাল ভেদে এনজিওগ্রাম পর্যন্ত চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যয় ১৯৭৩০ টাকা থেকে ৫২ হাজার ৩০০ টাকা। এনজিওগ্রাম পর্যন্ত গড় ব্যয় ৪০ হাজার ১২৫ টাকা।

অন্যদিকে হাসপাতাল ভেদে হার্টে রিং লাগানোর খরচও একেক রকম। উল্লিখিত তিন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং সেবা নেয়া রোগির চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, একটি রিং লাগানো এবং তার চিকিৎসা ব্যয় গড়ে ন্যূনতম ১ লাখ ৭৭ হাজার ২৫৪ টাকা। এ হিসাব ৭ দিন হাসাতালে অবস্থানে জন্য।

এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া প্রতিটি রিংয়ের সর্বনিম্ন মূল্য ৬২০০০ টাকা ধরেই হিসাব করা হয়েছে। ফলে একটি রিং ও রিংয়ের সঙ্গে একাধিক বেলুন এবং রিং লাগানোর খরচসহ হাসপাতাল ভেদে ১ লাখ ৩৬ হাজার ৪৫৬ টাকা থেকে ১ লাখ ৯৭ হাজার ৬৭৬ টাকা। এক্ষেত্রে মূল্যবান রিং (মূল্য প্রায় ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত) লাগালে চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায়। একইসঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের কয়েক মাস পর রিং লাগালে চিকিৎসা ব্যয় বাড়ে বলেও ভর্তিকৃত রোগিদের তথ্যে উঠে এসেছে।

বাইপাস সার্জারীর ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্যে দেখ যায়, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে রুগীর ব্যায় হয় ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। অন্যদিকে জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে খরচ ৫০ হাজার টাকা[৫]। গড়ে এই ব্যয় হলো ২,০৮,০৯৪ টাকা।

চিকিৎসার ধরণ	গড় ব্যয় (টাকা)	রুগির সংখ্যা	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)
এনজিওগ্রাম	৪০,১২৫	১৯,২৭০	৭৭.৩২
স্টেন্ট/রিং লাগানো পর্যন্ত সকল ব্যয়	১,৭৭,২৫৪	৯,২৮২	১৬৪.৫৩
বাইপাস সার্জারি	২,০৮,০৯৪	২,১৫১	৪৪.৭৬
এনজিওগ্রাম, স্টেন্টিং ও বাইপাস সার্জারীর মোট ব্যয়			২৮৬.৬১

এই তিন হাসপাতালে যতজন এনজিওগ্রাম করেন, রিং লাগানো পর্যন্ত চিকিৎসা সেবা নেন এবং বাইপাস সার্জারি করেন তাদের মোট চিকিৎসা ব্যয় হিসাব করে দেখা যায় এনজিওগ্রামের জন্য এই তিন হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণকারীগণ মোট ব্যয় করেন প্রায় ৭৭ কোটি ৩২ লক্ষ, ৮ হাজার ৭৫০ টাকা, ১টি রিং লাগানোর সাকুল্য ব্যয় প্রায় ১৬৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৭১ হাজার ৬২৮ টাকা এবং বাইপাস সার্জারির মোট ব্যয় ৪৪ কোটি ৭৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই তিন ধরণের চিকিৎসায় মোট ব্যায় হয় ২৮৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা।

বর্ধিত তামাক করে হৃদরোগের চিকিৎসা ফ্রি!!

প্রতিবছর দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এমন সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর আরোপের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়। এবছর যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটি বাস্তবায়িত হলে গত বছরের চাইতে ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় সম্ভব হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞগণ। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে এই অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে মাত্র ৩.১২% টাকা বরাদ্দ দিলেই এই তিনটি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করা ও রিং লাগানো রুগিদের চিকিৎসা ফ্রি করে দেওয়া সম্ভব।

তিন ধরণের চিকিৎসায় মোট ব্যায় হয় ২৮৬ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। দেশের মোট হৃদরোগির ৭০% চিকিৎসা নেয় ওই তিন হাসপাতালে। সেই হিসাবে ওই তিন ধরণের চিকিৎসায় দেশে মোট ব্যায় ৪০৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। কর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে এবছর ৯ হাজার ২০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে। যা থেকে মাত্র ৪.৪৫% ব্যয় করে দেশের সবার জন্য ওই তিন ধরণের হৃদরোগের চিকিৎসা ফ্রি করে দেওয়া সম্ভব।

যেহেতু এই তিন হাসপালে অধিকাংশ হৃদরুগি চিকিৎসা নিয়ে থাকেন, তাই অনুমান করা যায় অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে সর্বোচ্চ ৫% এর মত টাকা বরাদ্দ করলেই সারা দেশের নিম্ন বিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্য ও মধ্যবিত্তের জন্য অনুরুপ হৃদরোগের চিকিৎসা ফ্রি করে দেওয়া সম্ভব

সুপারিশঃ

- প্রস্তাবিত কর কাঠামো বাস্তবায়ন করা এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা
- নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মুলে ক্রেতাদের কাছে সিগারেট বিক্রিতে বাধ্য করা
- তামাকজাত দ্রব্য হতে আদায়কৃত রাজস্বের অতিরিক্ত অংশ দিয়ে বিনামূল্যে হৃদরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

উপসংহার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে হৃদরোগের হার যেভাবে বাড়ছে প্রকৃতপক্ষে হয়তো এর সংখ্যা আরো ভয়াবহ। কারণ হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে রোগিরদের অনেকেই জানতেন না তারা দীর্ঘদিন ধরেই হার্টের অসুখে ভুগছেন। অনেকে দুই বা তৃতীয় বার হার্ট অ্যাটাকের পর পরিস্থিতি ভয়াবহ হলে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে ছুটেছেন। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ রোগি বুকের বাম পাশে দীর্ঘদিন ব্যাথা অনুভব করে আসলেও যথা সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে কেবল ব্যাথার ওষুধ খেয়ে এসেছেন। ফলে প্রাথমিকভাবে হার্টের চিকিৎসা না নেওয়া এবং সচেতন না হবার কারণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্যই জটিলাকার ধারণ করছে।

অন্যদিকে উল্লিখিত তিন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগিদের সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে জানা গেছে তারা সবাই প্রায় এনজিওগ্রাম ও রিং লাগিয়েছেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে ধূমপান এবং নানা ধরনের তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করেন। ফলে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে আয়কৃত রাজস্ব হার্টের চিকিৎসায় বরাদ্দ দেয়া সময়ের দাবি।

তথ্যসূত্র

1. https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/470261/%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80

2. https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/470261/%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%80

3. https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/first-page/68881/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A7%A9%E0%A7%A6-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%87-%E0%A6%B9%E0%A7%83%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87

4. https://amp.dainikamadershomoy.com/post/305445

5. https://thefinancialexpress.com.bd/health/nicvd-conducts-second-minimally-invasive-cardiac-surgery-1567777580

Bureau of Economic Research
University of Dhaka

bnttp
BANGLADESH NETWORK FOR TOBACCO TAX POLICY